যায়যায়দিন

9 NOV 2012

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ৫ ......

শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে পারবে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়

আসছে 'ক্রসবর্ডার হায়ার অ্যাডুকেশন' আইন

এম মামুন হোসেন

পাবলিক (সরকারি) ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নতুন একটি আইন হচ্ছে যা 'ক্রসবর্ডার হায়ার এডুকেশন' (সিবিএইচই) এবং 'ট্রান্সন্যাশনাল অ্যাডুকেশন' (টিএনই) নামে পরিচিত হবে। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা সংবলিত বেশকিছু ধারা সংযোজন করে 'উচ্চ শিক্ষা কমিশন আইন-২০১২' করা হচ্ছে।

দেশে বর্তমানে ৩৪টি পাবলিক ও ৬৩টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস এবং টিউশন প্রোভাইডিং বা স্টাডি বা টিচিং বা কোচিং সেন্টার নামে অবৈধভাবে উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অনুমোদনহীন প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে দেশে শিক্ষাবাণিজ্য আর বিদেশে শিক্ষার্থী পাঠানোর নামে প্রতারণাসহ নানা অভিযোগ আছে। নিয়মনীতি উপেক্ষা করে পরিচালিত হওয়া বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব শাখা, স্টাডি, লার্নিং, রিক্রুটিং সেন্টার এ আইনের আওতায় আসবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) সূত্রে জানা গেছে, স্বয়ংসম্পূর্ণ বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বা বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস পরিচালনার বিধান রেখে 'ক্রসবর্ডার হায়ার এডুকেশন' নীতিমালা চূড়ান্ত হচ্ছে। বিদেশি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত বিধিমালায় ৩ ক্যাটাগরির প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে স্বয়ংসম্পূর্ণ বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস এবং টিউশন প্রোভাইডিং বা স্টাডি বা টিচিং বা কোচিং সেন্টার।

আইনের খসড়ায় বলা হয়েছে, স্বয়ংসম্পূর্ণ বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য পাঁচ কোটি টাকা, বিদেশি

বিদেশি : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

বিদেশি : বিশ্ববিদ্যালয়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস ২ কোটি টাকা এবং টিউশন প্রোভাইডিং বা স্টাডি বা টিচিং বা কোচিং সেন্টার স্থাপনের জন্য ৫০ লাখ টাকার সংরক্ষিত তহবিল ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার ইউজিসির অনুকূলে জমা দিতে হবে। প্রস্তাবিত নীতিমালায় স্বয়ংসম্পূর্ণ বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রায় ১ একর জমির ক্যাম্পাস এবং বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস ও টিউশন প্রোভাইডিং পরিচালনার জন্য নিজস্ব বা ভাড়াকৃত ভবনে কমপক্ষে ৩ হাজার বর্গফুটের জায়গা রাখার বিধান রাখা হয়েছে। বিধিমালার শর্ত ভঙ্গ করে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করলে অভিযুক্ত বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনূর্ধ্ব ৫ বছর কারাদণ্ড অথবা ১০ লাখ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রাখা হয়েছে।

এরআগে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের-২০১০ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা সংক্রান্ত বিধানে ৩ (৩) ধারায় অনুমোদনপ্রাপ্ত নয়, এমন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম বাংলাদেশে পরিচালনা ও প্রচার বা প্রকাশনার কোনো সুযোগ নেই বলে বলা হয়েছে। ওই ধারায় বলা হয়েছে, কোনো বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা বা ডিগ্রি, ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট প্রদান করা যাবে না। এ আইনের ৪৯ ধারা অনুযায়ী এর বিধান লঙ্ঘন করলে অনূর্ধ্ব পাঁচ বছরের কারাদণ্ড অথবা ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার বিধান আছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তারা জানান, বিদেশে উচ্চশিক্ষার ফাঁদে পা দিয়ে ভুঁইফোঁড় প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রতিদিনই প্রতারণার শিকার হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনে এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবৈধ হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা নামধারী এসব প্রতিষ্ঠানের দৌরাত্ম্য বন্ধ করা যায়নি। সরকারের কাছে এদের নামধাম থাকলেও এদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। অভিযোগ আছে, প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকরা শিক্ষাবাণিজ্য চালাচ্ছে। ইউজিসির একটি সূত্র জানায়, বিদেশে শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত সব প্রতিষ্ঠান নীতিমালার আওতায় আনা উচিত। অন্যথায় এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা নৈরাজ্য বন্ধ হবে না। এদের লাগাম টেনে ধরা জরুরি। তাই ইউজিসিকে 'উচ্চশিক্ষা কমিশন' গঠন করে প্রণীত আইনে 'ক্রসবর্ডার হায়ার এডুকেশন' (সিবিএইচই) এবং ট্রান্সন্যাশনাল এডুকেশন' (টিএনই) নিয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. একে আজাদ চৌধুরী বলেন, বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চলে গেছে। দেশে বসেই বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নেয়া যাচ্ছে। কিন্তু ওইসব বিশ্ববিদ্যালয় দেশে কিভাবে শিক্ষা কার্যক্রম চালাবে বা এ ব্যাপারে আমাদের কি করণীয় এ বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো আইন নেই। উচ্চ শিক্ষা কমিশন গঠিত হলে সব কিছু স্পষ্ট হয়ে যাবে। ফলে উচ্চশিক্ষায় গুণগত পরিবর্তন আসবে।